দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৭ ...

25

শিক্ষক স্বল্পতা।। আসবাবপত্রের অভাব

টাঙ্গাইল জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম

টাঙ্গাইল, ২৭শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শিক্ষকের স্বল্পতা, স্কুল গৃহের জীর্ণদশা, বেঞ্চ– চেয়ারের অভাব, শিক্ষা কর্মকর্তাদের গাফিলতি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়তার কারণে জেলার ৫টি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়েছে। এই ৫টি থানায় স্কুল গমনোপযোগী প্রায় ৪০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

থানাগুলো হলোঃ নাগরপুর, বাসাইল, সখিপুর, মির্জাপুর ও দেলদুয়ার।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, ওই ৫টি থানার মধ্যে সখিপুর থানায় থানা শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য দীর্ঘদিন যাবৎ। ৫টি থানায় সহকারী শিক্ষা অফিসারের ১১টি পদ শূন্য। সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদসংখ্যা ২৬টি। ১০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদই নেই। এর ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। ওই কর্মকর্তা আরো জানান, ৫টি থানার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ স্কুল গৃহের অবস্থাই করুণ। জীর্ণশীর্ণ গৃহ, ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। অনেক স্কুল ভবনের ছাদ ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত চেয়ার–বেঞ্চ নেই।

গত বছর ওই থানাগুলোতে শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে। কিন্তু ড্রপ আউট বা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার বিরুদ্ধে কোন কার্যকর উদ্যো নেয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা দফতরের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ওই ৫টি থানায় প্রায় ২৯ হাজার স্কুল গমনোপযোগী শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। তাদের বিদ্যালয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিলো, কিন্তু সফল হয়নি।